প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এ প্রেসব্রিফিংয়ে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন সম্প্রতি তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা অনুমোদন করেছে। এই নীতিমালার আলোকে কমিশন প্রতিমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রেসব্রিফিংয়ের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রমের তথ্যাদি অবহিত করবে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আপনাদের সহযোগিতায় এবং আপনাদের মাধ্যমেই কমিশনের কার্যক্রম দেশবাসী অবহিত হবেন এবং দুর্নীতি রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। কমিশনের মূলনীতি হলো সমাজে দুর্নীতি পরায়ণদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়া। স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই দুদক “তথ্য অধিকার আইন-২০০৯” এর আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণের নীতিমালা প্রনয়ণ করেছে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

দুদকের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে ইহার তফসিলে উল্লেখিত অপরাধ সমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে দোষীদের আইন-আদালতে সোপর্দ্দ করা। এক্ষেত্রে আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিগত জানুয়ারি’২০১১ হতে মে’২০১১ পর্যন্ত কমিশনে মোট ৩১৭৬ টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের বিধিমালার আলোকে গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহের তথ্য ও উপাত্ত বিবেচনা করে কমিশনে উপস্থাপন করলে কমিশন ২৭৮ টি অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয়। ৪৬টি অভিযোগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ, ৬ টি অভিযোগ জেলা প্রশাসকদের বরাবরে প্রেরণ, ৯৭টি অভিযোগের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং ২৭৪৯টি অভিযোগ তফসিলভূক্ত/সুনিদিষ্ট না হওয়ায় নথিভূক্ত করা হয়। গত বছর একই সময়ে

৩০৫২টি অভিযোগ কমিশনে পাওয়া গেছে। অনুরুপভাবে যাচাই বাছাই শেষে ১০৬ টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত হয়। ১০৯টি অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষের নিকট, ৭৮ টি অভিযোগের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং ২৭৫৯টি অভিযোগ নথিভূক্ত করা হয়।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

অভিযোগ সমূহ অনুসন্ধান শেষে যদি অভিযোগের সত্যতার প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায় তবে মামলা দায়ের করা হয়। এ ক্ষেত্রে কমিশন জানুয়ারী/২০১১ হতে মে/২০১১ পর্যন্ত জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, সম্পদের তথ্য গোপন, সম্পদের হিসাব জমা না দেওয়া, মানি লন্ডারিং সহ অন্যান্য অভিযোগে মোট ১০৮টি মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে। এ সকল মামলায় মোট ১৭৯ জন কে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে ১৩৬ জন সরকারী/বেসরকারী চাকরিজীবি, ০৬ জন জনপ্রতিনিধি/রাজনীতিবিদ ও ০৮ জন ব্যবসায়ী রয়েছেন। অনুরুপ অভিযোগে আলোচ্য সময় পর্যন্ত কমিশন ২৫১টি মামলার চার্জশীট বা অভিযোগপত্র অনুমোদন এবং ১২৬ টি মামলার ফাইনাল রিপোর্ট বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদন করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে কমিশন ৭৩টি মামলার অনুমোদন, ১৫৪টি মামলার চার্জশীট এবং ১০৪টি মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দিয়েছেন।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

দুদক জানুয়ারি'২০১১ হতে মে' ২০১১ পর্যন্ত মোট ৭১ জন ব্যক্তির সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারীর অনুমোদন দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৪ জন সরকারী/বেসরকারী চাকরিজীবি, ০২ জন জনপ্রতিনিধি/ রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য পেশার ২৫ জন। আলোচ্য সময়ে কমিশনে যথাসময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় ০৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিগত ২০১০ সালে একই সময়ে ৫৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারীর অনুমোদন দিয়েছিল কমিশন ।

প্রিয় সুধী,

আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কমিশনের অভ্যান্তরীন দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে অভ্যন্তরীন দুর্নীতি দমন কমিটি রয়েছে । এই কমিটি কর্তৃক কমিশনের যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুর্নীতি/অনিয়ম সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ এবং নজরদারী করা হয়ে থাকে । এক জন পরিচালক মাননীয় চেয়ারম্যানের তত্বাবধানে এই দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন ।

এই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কমিশন বিগত জানুয়ারি/২০১১ হতে মে/২০১১ পর্যন্ত ০১ জনকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত, ০১ জনকে অপসারণ, ০১ জনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত, ০১ জনকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর এবং ০২ জনকে অন্যান্য গুরু দন্ড প্রদান করেছে । কমিশন স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে কোন প্রকার আপোষ করছে না ।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়েরের পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছে । এক্ষেত্রে দুদক দেশের ৪টি মহানগর, ৬২টি জেলা ও ৪২০টি উপজেলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে । এছাড়া তরুন প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি, দেশপ্রেম ও সেবা মূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদেরকে সোচ্চার করে তোলার লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “সততা সংঘ” গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই দেশের ৪,৯৮৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে : “সততা সংঘ” গঠিত হয়েছে এবং প্রতিটি সততা সংঘ ১১ সদস্যের কার্য নির্বাহী

কমিটির সমন্বয়ে গঠিত এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সমন্বয়ে পরামর্শক কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে "দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ" এই শিরোনামে পুস্তিকা দেশের প্রায় ২.৫ লক্ষ মসজিদে খুৎবার পূর্বে আলোচনার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বিতরণ করা হয়েছে।

আমরা জানি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর ঐতিহাসিক ০৭ মার্চের ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন "এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দুনীতি দমন কমিশন প্রতি বছর ২৬ মার্চ থেকে ০১ এপ্রিল "দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ" উদযাপন করবে। বর্তমান বছরে এই সপ্তাহের শ্লোগান ছিল "সবাই মিলে লড়ব, দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ব"। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে সমাজকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করার এই প্রয়াসকে আরও বেগবান করি।

ধন্যবাদ।

(ফর্‌রুখ আহমেদ)
মহাপরিচালক(প্রশাসন ও সংস্থাপন)
ও
মুখপাত্র
দুর্নীতি দমন কমিশন